সময়ের সাথে চলি - ৪

মাহমুদা রুনু

আনন্দের ফেরিওয়ালা – নামটা ভারী চমৎকার। এই নামের মাঝের বোধটাও কিন্তু বেশ একটা মজার। একজন ফেরিওয়ালা যিনি আনন্দ দেন এবং সেই আনন্দ দেয়ার মাঝেই তার উপার্জন। তিনি হোতে পারেন একজন পথ-ম্যাজিশিয়ান, অথবা একজন পথ-গায়ক, অথবা একজন পথ-নাট্যাভিনেতা। সিডনীর পাতাল রেলপথের স্টেশনে এমন আনন্দের ফেরিওয়ালা প্রায়শই দেখা যায়। আমরা জীবিকার প্রয়োজনে দৌড়ুতে থাকি কাজের ঠিকানায়, ফিরে আসি সেই একই দৌড়ের গতিতে বাড়ির ঠিকানায়। এই প্রতিনিয়ত যান্ত্রিকতার যতি ঘটিয়ে মাঝে মাঝে দাড়িয়ে যাই পথ-মাঝে আনন্দের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য। একজন ম্যাজিশিয়ান মাথায় হ্যাট কালো কোট ডেভিড কপার-ফিল্ডের নকলে দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছে খুবই প্রচলিত অত্যন্ত চেনা সব জাদু। অথচ মানুষগুলো কেমন হুল্লোড় করছে তালি দিচ্ছে টাকা দিচ্ছে, কেমন অপূর্ব এক পরিবেশ। কে বলবে এই মানুষগুলোই মাত্র ঘন্টাখানেক আগেই বিশাল কর্পোরেট কারাগারের মেধা-শ্রমালয়ে আবদ্ধ ছিল। তাদের কাছে এই বহুল ব্যবহৃত সহজিয়া যাদুর খেলা তাই বড় বেশি আনন্দের। কিছুদূর এগোলেই দেখা যায় একজন গিটার নিয়ে মনের আনন্দে চোখ বুজে গেয়ে যাচ্ছে গান সেই বিখ্যাত অতি পুরাতন “Rain drops keep falling on my head”, অথবা “Congratulations and celebrations...” “Welcome to the Hotel California, such a lovely place....”. মুহূর্তে ভীর জমে গেল টপাটপ পড়ছে খুচরো পয়সা সেই গায়কের গীটারের খোলা বাক্সে। কিছুদূর পা বাড়াতেই দেখা গেল একজন অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসী বাজাচ্ছেন তার নিজের হাতে তৈরি Didgeridoo, যাতে ছড়িয়ে পরছে এক অপূর্ব মাতাল করা সুর যা বেড়িয়ে আসছে বাদকের অন্তরের গহীন থেকে। বৃষ্টির মত পড়ছে পয়সা তার সামনে ধরে থাকা দানবাক্সে। সত্যিতো এমন নিখাদ নির্ভেজাল আনন্দ দিতে পারা আর সামান্য কটা কয়েনের বিনিময়ে তা উপভোগ করতে পারা দুটোই সমান আনন্দের। তাই স্যালুট এই আনন্দের ফেরিওয়ালাদের যাদের সামান্য অবদান প্রতিদিনের রেল যাত্রীদের দিতে পারে অসামান্য আনন্দের স্বস্তি এবং একটুক্ষণের বিরতি - ইঁদুর দৌড়ের এই প্রাণান্তকর প্রতিদিনের প্রতিযোগিতায়।

আনন্দের কোন বিষয় নিয়ে লিখবো বলে এবারে কলম ধরেছি। কত আর ভালো লাগে নিজের দেশের সমগ্রতায় হতাশা আর কষ্টের কাহিনী লিখতে। যে পথে চলেছে স্বদেশ তাকে রুধবে এমন সাধ্য স্বয়ং বিধাতা ছাড়া আর কারো আছে বলে অন্ততঃ আমার মনে হয়না।

অবিস্মরণীয় আনন্দের খবর হোল দুজন বাংলাদেশী নারীর এভারেস্ট বিজয়। নিশাত মজুমদার ও ওয়াসফিয়া নাজরীন। এবারে আসুন আমরা গর্ব করি, সূর্যের মত উজ্জ্বল এই দুই রমণীকে নিয়ে গর্ব করি। আনন্দে দুচোখ ভাসিয়ে আরো একবার কেঁদে বলি আছে আছে আমাদের আছে অনেক সম্পদ যার মূল্য শুধু তাদেরই নিজস্বতায় আর অর্জন সমগ্র দেশের সমগ্র জাতীর।
“বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর” ..... কাজী নজরুল ইসলাম

নিশাত মজুমদার প্রথম বাংলাদেশী নারী যিনি এভারেস্টের চুড়ায় লাল-সবুজের পতাকা তুলেছেন ১৯সে মে ২০১২ নেপাল সময় সকাল ৯.৩০ মিনিটে, তিনি আরোহণ করেছেন ২৯ হাজার ২৯ ফুট উচ্চতা। নিশাত মজুমদার বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্র্যাকিং ক্লাবের সদস্য এবং ঢাকা ওয়াসায় কর্মরত।

নিশাত ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২৮ হাজার ৮৩০ ফুট উঁচু মেরা পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন, ২০০৮ এর মে মাসে ২১ হাজার ৩২৮ ফুট উঁচু সিঙ্গুচুলি বিজয় করেন।

মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দ্বিতীয় বাংলাদেশী পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন এভারেস্ট বিজয় করেছেন ২৬সে মে লেপাল সময় সকাল ৬.৪১ মিনিটে। ওয়াসফিয়া নাজরীন গত বছর পৃথিবীর সাত মহাদেশের সাতটি চূড়া আরোহণের 'বাংলাদেশ অন সেভেন সামিট' কর্মসূচির ঘোষণা দেন। এভারেস্ট জয়ের মধ্য দিয়ে সাতটি পর্বত শৃঙ্গের মধ্যে তিনটি জয় করলেন ওয়াসফিয়া। এর আগে গত বছরের ২ অক্টোবর তিনি আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ কিলিমানজারো এবং ১৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বত-শৃঙ্গ একঙ্কাগুয়া জয় করেন। ত্রিশ বছর বয়সি ওয়াসফিয়া বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়৷ উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ''ছাত্রজীবনে তিনি (ওয়াসফিয়া) যুদ্ধবিরোধী এবং মানবতার পক্ষে বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে সক্রিয় আন্দোলন-কর্মী ছিলেন৷ তিনি উন্নয়নকর্মী হিসেবেও কাজ করেছেন৷ এখন তিনি বাংলাদেশ অন সেভেন সামিটস কর্মসূচিতেই সময় দিচ্ছেন৷'' মানবতার পক্ষে সোচ্চার ওয়াসফিয়া বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থাতে কাজ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে যখন ছিলেন, ইরাক যুদ্ধবিরোধী প্রচারণা, মানবতার পক্ষে বিভিন্ন প্রচারণায় অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ জানাতেন ওয়াসফিয়া। প্ল্যাকার্ড নিয়ে ৩৫০ ফুট উঁচু দালানে দড়ি বেয়ে ওঠানামা, দড়ি বেঁধে উঁচু দালান থেকে ঝাঁপ দেয়া, বোঝা নিয়ে দেওয়াল বাওয়া এসবই করেছেন তিনি প্রতিবাদ জানাতে।
এরা হলেন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, এই বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নিয়ে মাথা উঁচু করে থাকবে সেটাইতো স্বাভাবিক। আসুন আমরা সবাই মিলে বার বার বহুবার এই বিজয়ী নারীদের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানাই আর মুহুর্মুহু গর্বিত হই। আমার স্বশ্রদ্ধ স্যালুট এই দুই মহীয়সী রমণীর জন্য।

উল্লেখ্য, রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০) নামে এক বাঙালি গণিতবিদ জরিপ তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে প্রথমে বের করছিলেন যে, এভারেস্ট বিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়া। তিনি ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসনের জরিপ বিভাগের সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইন্ডিয়ার দপ্তরে কাজ করতেন।

সুপ্রিয় পাঠক এবারে প্রকৃতির দেয়া আনন্দে একটু ভাগ বসাই আসুন। প্রকৃতির অপরূপ লাবণ্য দেখা হয় না চক্ষু মেলিয়া। নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন সমুদ্রের বালুকায় দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ। আমার সৌভাগ্য হয়েছে সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ বিস্মিত হবার, অবর্ণনীয় আনন্দে ভেসে যাবার। সেই রাতে আমার মনে হয়েছিল বেঁচে থাকাটাই একটা বিশাল আনন্দ, সুস্থ থাকাটা বিশাল আশীর্বাদ। পাঠক ভাবছেন এ আর এমন কি ওই একটা চাঁদই তো ওইতো সেই প্রতি মাসান্তে তার ক্ষয় বৃদ্ধি। আরো একটিবার মারুব্রা, কুজী অথবা বন্ডাই বীচে যেয়েই দেখুন না পূর্ণ চাদের তিথিতে। জীবনটাকে অন্য রকম ভাবে ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে, ইচ্ছে করবে আরো কয়েকটা বসন্তকে আনন্দে বন্দনা দিতে।
ভোরের সূর্য ওঠার সময় তাকিয়ে দেখুন না আপনার বাসার সামনের ঘাসের বুকের ছোট্ট শিশিরটাকে। আমি হলফ করে বলতে পারি ওই একটি শিশির বিন্দুর সৌন্দর্য আপনার পুরো দিনের আনন্দ ভৈরবী হোয়ে রইবে।

আনন্দ আনন্দ আরও অনেক আনন্দ হোক আপনার জীবনের প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী। আর অনুরোধ আমাদের দেশটার জন্য নিবিষ্টচিত্তে দোয়া করবেন। সেখানে এখন বড্ড দুঃসময়।

৭ইজুন ২০১২